দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..23 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

প্রাথমিক শিক্ষক সংকটে তাড়াইলে পাঠদান ব্যাহত

তাড়াইল প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৫০টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ রয়েছে ২৬টি। শিক্ষক সংকটে এসব বিদ্যালয়ের পাঠদান ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তাড়াইলে ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২৫টি বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষক নেই। আবার পুরো উপজেলায় সহকারী শিক্ষকের ২৪টি পদ শূন্য। উপজেলার ধলা ইউনিয়নের সেকান্দরনগর, তেউরিয়া, ভেইয়ারকোনা, উত্তর সেকান্দরনগর, তাড়াইল-সাচাইল, তাড়াইল আদর্শ, পাইকপাড়া, জাওয়ারের, বেলংকা, দেওয়াটি, রাউতির পুরুড়া, কৌলি, বড়িগাতি, দামিহায়, গজারিয়া, মাগুরী, কাজলা চকপাড়া, রাহেলা, নগরকুল, বর্মা, দিগদাইড়ে, কল্লাভাতেরা, সিংগুয়ারপার, জটারকান্দা, কাউড়া, করাতি-সিংধা, লক্ষ্মীপুর এবং তালজাঙ্গায় ইউনিয়নের চরতালজাঙ্গা, কার্তিকখিলা, চিকনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। সেকান্দরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কামরুন্নাহার জেরিন জানান, বাড়ির কর্তা না থাকলে যে অবস্থা হয়, আমাদেরও তা-ই হয়েছে। স্কুলের বাইরে প্রশাসনিক কাজ ঠিকমতো করতে খুবই সমস্যা হচ্ছে।

রাউতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার ভৌমিক জানান, তার স্কুলে ২৪০ শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষকের পদ ৫টি। এর মধ্যে দুজনই নেই। ফলে একই শিক্ষককে বারবার ক্লাস নিতে হচ্ছে। ক্লাসের ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে পড়াতে হয়। ফলে পাঠদানে শিক্ষকদের স্বাভাবিক মানসিক প্রস্তুতি থাকছে না।

তাড়াইল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম শেখ জানান, শিক্ষক সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শূন্য পদ পূরণ করা জরুরি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মফিজুল হক আমাদের সময়কে জানান, শিক্ষকদের পদ শূন্য থাকার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।